রাজার ঘরের বৌ পালালো

(বরোদার মহারাণীর রহস্যময় পলায়ন কাহিনী)

শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত

মূল্য—এক আনা মাত্র।

রাজার ঘরের বৌ পালালো

রাজার ঘরের বৌ পালালো—রহস্য সংবাদ রটে,
ইউরোপেতে পড়েছে হুলুস্থুল—সারা বিশ্বে বটে।
ভারতবর্ষের বরোদা রাজ্যের গাইকোয়াড়ের মহারাণী,
স্বামীকে না জানিয়ে উধাও হয়েছে আমেরিকাতে শুনি।
সীতাদেবী নামে মহারাজার দ্বিতীয় পত্নীর নাম হয়,
অতি পরমাসুন্দরী কামিনী বলে বিশ্বে খ্যাতি রয়।
সেই কামিনী করি' স্বামী ত্যাগ কুলত্যাগ করি',
নয় বৎসরের পুত্র সঙ্গে দেশান্তরে দেছে পাড়ি'।
কি কারণ রয় ? গুজব ছড়ায়, লোকে করে কানাকানি,
রাজা রাণীর প্রেমেতে নাকি ভাঁটা পড়েছে শুনি।
তাই মহারাণী পরিণাম ভেবে সময় থাকতে হায়।
সঙ্গোপনে রাজার বাক্স ফাঁক করে দেশান্তরে চলে যায়।
রাণী পলায়—রাজা করে হায় ! হায় ! মাথায় হাত দিয়ে বসে
রাজার উকিল বিবৃতি দিয়ে বলে—ব্যাপার ঘটেছে সর্ব্বনেশে
'বরোদা রাণীর অলঙ্কার' যত ছিল দ্বিতীয় রাণীর অঙ্গে,
রেখে যায়নি তার একখণ্ড রাণী, সব নিয়ে গেছে সঙ্গে।
নিজস্ব কারো নয় ও অলঙ্কার, যখন যে রাণী হবে,
বরোদা-রাণীরূপে শুধু অঙ্গে ধরিবে—ষ্টেটের চিরকাল রবে
দান বা বিক্রয় করিবার অধিকার কারো নাহি তাতে রয়,
মণি-মাণিক্যে তৈরী অলঙ্কার সব লাখ লাখ টাকা মূল্য হয়

সেই অলঙ্কার নিয়ে রাণী উধাও হ'ল পৃথিবীর এক প্রান্তে,
রাজাকে রাণী রস্তা দেখিয়ে—শেষে পেলে রাজা জান্তে।
ইউরোপে বসবাস করছিলেন রাজা, রাণী পুত্র নিয়ে সঙ্গে,
প্যারিস নগর হ'তে পালায় রাণী পুত্রকে নিয়ে রঙ্গে।
নিউইর্কের এক সুরম্য হোটেলের সুন্দর এক কক্ষে,
বসবাস নাকি করছেন রাণী—হর্ষোৎফুল্ল স্ফীত বক্ষে।
রং-বেরংয়ের সুন্দর শাড়ীতে কক্ষ করি সজ্জিত,
আগন্তুকের চক্ষু ধাঁধিয়ে দিয়ে—রুচি অতি রাণীর মার্জ্জিত।
বিলাসিতায় রাণী অতি আধুনিকা লাল টুকটুকে ঠোঁটে,
সিগার লাগিয়ে ধূম্র ফুঁকে ছাড়ে—বাতাসে বাতাসে ছোটে।
এটা নাকি রাণীর অতি প্রিয় বিলাস সদাই মুখে রয়,
চুরুটের ধূমে কলির সীতার শরীর চম্‌চমে হয়।
রাণীর পলায়ন কাহিনী ছড়ায় সারা বিশ্বের 'পরে,
নিউইয়র্কে রাণীর কক্ষে আসি জিজ্ঞাসুরা ভীড় করে।
জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তরে রাণী বিস্ময়ভরে কয়,
বুঝিতে না পারি পতিদেবতা কেন বার্ত্তা মিথ্যা ছড়ায়?
গাইকোয়াড় পরিবারের মণি-মাণিক্যখচিত রত্ন অলঙ্কার,
এক কপর্দ্দক আমি আনিনি সঙ্গে—মিথ্যা উক্তি তাঁর।
আসিয়াছি আমি নাকিণ মুল্লুকে ভ্রমণ করার তরে,
কি কারণে বুঝিনা মোর কপালে স্বামী কলঙ্ক লেপন করে।
শুনে লজ্জা পায়, রাজার কথায়, জিজ্ঞাসুদের রাণী কয়,
পতিদেবতার উক্তি শুনে মোর বুকে শেল বিদ্ধ হয়।

ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! কি লাজের কথা রাণী কয় বিস্ময়ভরে,
অদর্শনে মোর পতিদেবতা নিশ্চয় পাগল হয়েছে অতঃপরে।
রাজা রাণীর রহস্য কাহিনী সারা বিশ্বে প্রচার চলে,
বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে বিশ্ববাসী শ্রবণ করে কৌতূহলে।
সত্য কিম্বা মিথ্যা কাহিনী শোন বিশ্বমানব সবে,
দু'দিন পরে নিশ্চয় ইহার সত্য উদ্ধার হবে।

বরোদার দ্বিতীয় মহারাণীর পলায়ণ কাহিনী

বরদার মহারাজা ও তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীকে লইয়া বৃটেনের সংবাদপত্রগুলিতে সম্প্রতি মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। বরদার মহারাজার ধনদৌলতের খ্যাতি বিশ্ববিখ্যাত—দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয় দাবীদার তিনি। বয়স এখন ৪৫ বৎসর। সীতাদেবী নামধেয়া তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের মহারাণী পরমাসুন্দরী কামিনী—বয়স ৩৫ বৎসর। মহারাজা এই মহারাণী ও তাঁহার গর্ভজাত নয় বৎসরের পুত্র সয়াজিরাওকে লইয়া ইউরোপে বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি মহারাণী এই পুত্রটিকে লইয়া প্যারিস হইতে নিউইয়র্কে পাড়ি দিয়াছেন।

তাঁহার প্যারিস ত্যাগের তিন দিন পরই মহারাজা তাঁহার পক্ষের উকিলকে দিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে তাঁহার উকিল বলিয়াছেন যে, মহারাণী যে সমস্ত মণিমাণিক্য

ও অলঙ্কার লইয়া নিউইয়র্কে গিয়াছেন, সে সমস্ত পূর্ব্বে বরদা রাজ্য শাসকের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ছিল। এখন তাহা বরদার গাইকোয়াড় পরিবারের সম্পত্তি। বরদার মহারাজা সে সমস্ত সম্পত্তির অছি। তিনি তাঁহার স্ত্রী সীতাদেবীকে এই সমস্ত অলঙ্কারপত্র অঙ্গে ধারণের অনুমতি দিয়াছেন বটে, তবে এই সমস্ত বিক্রয় বা দানপত্রের কোনও অধিকার মহারাণীর নাই। মহারাজা সীতাদেবীকে অলঙ্কার-পত্র ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সীতাদেবী মহারাজার সে দাবীকে গ্রাহ্য করেন নাই। সেগুলি ফিরিয়া পাইবার জন্য মহারাজার পক্ষের উকিল আইনের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। মহারাজার উকিল ঐ বিবৃতিতে একথাও বলিয়াছেন যে, মহারাণী মহারাজকে ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছেন।

ওদিকে নিউইয়র্কেও মহারাণীর বক্তব্য জানিবার জন্য খুব আগ্রহ পড়িয়া গিয়াছে। নিউইয়র্কের একটি সুরম্য হোটেলের কক্ষে রঙ-বেরঙের দামী দামী শাড়ী টাঙাইয়া এই সুন্দরী কামিনী নিজের কক্ষ সাজাইয়াছেন। সিগার-ফোঁকা তাঁহার একটি প্রিয় বিলাস। নিজ কক্ষে বসিয়া লালঠোঁটে সিগার ফুঁকিতে ফুঁকিতে তিনি জিজ্ঞাসুদের উত্তর দিয়াছেন, তাঁহার পতিদেবতা সংবাদপত্রে হঠাৎ কেন এমন বিবৃতি দিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি মার্কিণ মুলুকে বেড়াইতে আসিয়াছেন। তিনি গাইকোয়াড়

পরিবারের কোনও অলঙ্কার বা মণিমাণিক্য সঙ্গে আনেন নাই। তাঁহার সঙ্গে যাহা কিছু আছে, তাহা তাঁহার নিজেরই। এখানে কোন কিছু বিক্রয় করিবার সাধও তাঁহার নাই।

কিন্তু ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় জোর গুজব রটিয়াছে, মহারাজা ও মহারাণীর প্রেমে ভাঁটা পড়িয়াছে, মহারাণী মহারাজাকে ত্যাগ করিয়া মার্কিণ মুল্লুকে চলিয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে গাইকোয়াড়ের সম্পত্তি কিছু আনিয়াছেন, সেগুলি বিক্রয় করিয়া দেওয়াই তাঁহার ইচ্ছা। মহারাজার পক্ষের উকিলের ঐ বিবৃতি হইতে নাকি গুজব রটনাকারীরা নিজেদের সংবাদ সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

মহারাজা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধনীদের দ্বিতীয় স্থান অধিকারের দাবী করেন, যদিও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে তাঁহার সিংহাসন হারানোর সঙ্গে ধনদৌলতের পরিমাণ অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সালে তিনি রাজ্যের শাসনভার পাইয়াছিলেন। সীতাদেবী তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী। তাঁহার প্রথমা পত্নীর আটটি সন্তান আছে। যখন রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তাঁহার বাৎসরিক প্রাপ্য ছিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার পাউণ্ড। ইংলণ্ডের প্রাসাদ আর তাঁহার অসংখ্য রেসের ঘোড়ার পিছনেই এই বিপুল অর্থের অনেকটা ব্যয় হইত। দেশ ছাড়িয়া আসিবার সময় ভারত সরকার তাঁহার দিল্লীর প্রাসাদ ও রাজ্যের পারিবারিক মণি-মাণিক্য

ও অলঙ্কারপত্র—সর্ব্বসাকুল্যে দেড় কোটি পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে সমর্পণ করাইয়া লন। তাহাতে মহারাজার কিছু আসে যায় নাই। ইউরোপে তাঁহার ৯০ লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি আছে। তাহা নাড়িয়া চাড়িয়াই তিনি হাসিয়া খেলিয়া এখানে দিন গুজরাণ করেন।

সীতাদেবীকে বিবাহের সময় তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন দিবার জন্য তিনি সারা দুনিয়া ঢুড়িয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁহার খুব খ্যাতি। একবার এক টেনিস ম্যাচে খেলিবার জন্য তিনি তিন হাজার মাইল বিমানে করিয়া গিয়াছেন কিন্তু বিলাতের রেস্থড়ে মহলে ঢুকিয়াই তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। তিনি 'রেস্থড়ে গাইকোড়' নামে পরে বেশ নাম কিনেন।

১৯৪৫ সালের ডার্বি বিজয়ী অশ্বপ্রবর 'দান্তের' সহোদরকে তিনি রেকর্ড মূল্যে ২৮ হাজার পাউণ্ডে কিনিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবীর গর্ভজাত পুত্র সয়াজিরাওয়ের নামে এই ঘোড়ার নামকরণ করেন। ১৯৪৭ সালে এই লক্ষ্মীমন্ত ঘোড়া তাঁহাকে সেণ্ট মেজারের বাজি জিতাইয়া দিয়াছে। তাঁহার অন্যান্য ঘোড়াও বেশ লক্ষ্মীমন্ত—অনেক বাজিই তিনি জিতিয়াছেন ইহাদের দ্বারা। যুঃ—২৯-১০-৫৪

—প্রাপ্তিস্থান—
মহাজাতি সাহিত্য মন্দির
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
[ছাতুবাবুর বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পার হইলে ওই রাস্তা পাওয়া যাইবে।]

—মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী ২। যমরাজার বাঙ্গালায় আগমন ৩। বাঙ্গালী জব্দ ভাতে ৪। শ্যামের বাঁশী বা সাইরেন ৫। কন্ট্রোলের ডামাডোল ৬। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপাল ৭। কাপড়ে আগুন ৮। ভারতমাতার বস্ত্রহরণ ৯। গৃহস্থের খোকা হ'ক ১০। আজাদ হিন্দ ফৌজ ১১। ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট ১২। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি ১৩। জয় যাত্রা ১৪। আজাদ্ হিন্দ নেহেরু বাঘ ১৫। পেট শাসন ভুঁড়ি অপারেশন ১৬। শাশুড়ী শাসন আইন ১৭। ওল্টপালট ১৮। বিষাদ-সিন্ধু ১৯। বউ কথা কও ২০। ঐ রে ঐ রাক্ষসী আসে ২১। সাধের বিয়ে ২২। এ্যাটম বোমার শতনাম ২৩। নয়া হিন্দুর অভিযান ২৪। বুড়োর কাণ্ড ২৫। হাস্য রহস্য ২৬। মহামানবের চির বিদায় ২৭। আশার আলো ২৮। দুই জাতি—দুই দেশ ২৯। বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র ৩০। কুলীনের মেয়ে ৩১। নূতন বিয়ের আইন ৩২। স্বাধীন ভারতের উৎসব ৩৩। ফটিক জল ৩৪। ক্ষুদিরামের ফাঁসি ৩৫। আগমনী ৩৬। বাংলার দাবী ৩৭। স্বাধীন ভারতের দুর্গোৎসব ৩৮। রূপিয়ার রূপকথা ৩৯। বাদ সতিনের লড়াই ৪০। বিদ্রোহী হায়দরাবাদ ৪১। চাষী ভাই জাগো জাগো ৪২। চিচিংফাঁক ৪৩। দুর্গাদেবীর মর্ত্তে আগমন ৪৪। নাথুরামের ফাঁসি ৪৫। কালো মাণিক ৪৬। নেতাজির আবির্ভাব ৪৭। চোখ গেল। উক্ত ৪৭খানি ১০, ৴১০ ও ৶১০ আনা মূল্যের পুস্তক একত্রে ডাক মাশুল সহ ভিঃ পিঃ তে ৩৷৷০ তিন টাকা আট আনা মাত্র।

সু-সাহিত্যিক শশীভূষণ দাসের দুইখানি নূতন উপন্যাস—

১। দান সাগর—মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। ভিঃ পিঃতে ২৴০ আনা

২। দশে চক্রে—(যন্ত্রস্থ) শীঘ্রই বাহির হইবে।

প্রিন্টার—সন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস"
৬৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত